একবিংশতি অধ্যায়

ভগবান কর্তৃক বলি মহারাজের বন্ধন

এই অধ্যায়ে বলি মহারাজের মহিমা প্রচার করার জন্য, ভগবানের তৃতীয় পদবিন্যাসের স্থান প্রদানের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে না পারার ফলে ভগবান কর্তৃক বলি মহারাজের বন্ধনের বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবানের দ্বিতীয় চরণ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তাঁর নখচন্দ্রের ছটায় ব্রহ্মার ও তাঁর ধামের দ্যুতি তিরস্কৃত হয়েছিল। তখন মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ ও লোকপালগণ সহ ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করে এবং পাদ প্রক্ষালন করে নানাবিধ উপকরণের দ্বারা তাঁর পূজা করেন। ঋক্ষরাজ জাম্ববান ভেরী বাজিয়ে সর্বত্র ভগবানের মহিমা ঘোষণা করেন। বলি মহারাজের সর্বস্ব অপহৃত হওয়ায় দৈত্যেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। বলি মহারাজ যদিও তাদের নিষেধ করেছিলেন, তবুও তারা বিষ্ণুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। কিন্তু তারা বিষ্ণুর নিত্য-পার্ষদদের দ্বারা পরাজিত হয়, এবং বলি মহারাজের আদেশ অনুসারে তারা পাতাললোকে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে, বিষ্ণুবাহন গরুড় বরুণপাশের দ্বারা বলি মহারাজকে বন্দী করেন। বলি মহারাজের এই অসহায় অবস্থায় তাঁর কাছে ভগবান তাঁর তৃতীয় পদবিন্যাসের স্থান প্রার্থনা করেন। বলি মহারাজের অবিচলিত নিষ্ঠা এবং উদার চরিত্রের জন্য ভগবান তাঁর উপর অত্যন্ত সদয় হয়েছিলেন, এবং বলি মহারাজ তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারায় ভগবান তাঁকে স্বর্গের থেকেও উৎকৃষ্ট সুতললোকে তাঁর বাসস্থান নির্ণয় করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

সত্যং সমীক্ষ্যাব্জভবো নখেন্দুভি-
র্হতস্বধামদ্যুতিরাবৃতোঽভ্যগাৎ ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো বৃহদ্ব্রতাঃ
সনন্দনাদ্যা নরদেব যোগিনঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সত্যম্**—সত্যলোক; **সমীক্ষ্য**—দর্শন করে; **অব্জ-ভবঃ**—ব্রহ্মা, যাঁর জন্ম পদ্মফুলে হয়েছিল; **নখ-ইন্দুভিঃ**—নখচন্দ্রের ছটায়; **হত**—তিরস্কৃত হয়ে; **স্ব-ধাম-দ্যুতিঃ**—তাঁর ধামের দ্যুতি; **আবৃতঃ**—আচ্ছাদিত হয়ে; **অভ্যগাৎ**—এসেছিলেন; **মরীচি-মিশ্রাঃ**—মরীচি আদি ঋষিগণ সহ; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **বৃহৎ-ব্রতাঃ**—তাঁরা সকলেই ছিলেন মহান ব্রহ্মচারী; **সনন্দন-আদ্যাঃ**—সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার; **নরদেব**—হে রাজন্; **যোগিনঃ**—যোগিগণ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—পদ্মফুলে যাঁর জন্ম হয়েছিল সেই ব্রহ্মা যখন দেখলেন, ভগবান বামনদেবের পদ-নখচন্দ্রের ছটায় তাঁর ধাম ব্রহ্মলোকের দ্যুতি নিষ্প্রভ হয়েছে, তখন তিনি ভগবানের সমীপবর্তী হয়েছিলেন। মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ এবং সনন্দন প্রমুখ মহাব্রত যোগীরাও তখন ব্রহ্মার সঙ্গে ছিলেন। হে রাজন্, তখন পার্ষদ সহ ব্রহ্মাকে নিতান্ত তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল।

শ্লোক ২-৩

বেদোপবেদা নিয়মা যমান্বিতা-
স্তর্কেতিহাসাঙ্গপুরাণসংহিতাঃ ।
যে চাপরে যোগসমীরদীপিত-
জ্ঞানাগ্নিনা রন্ধিতকর্মকল্মষাঃ ॥ ২ ॥
ববন্দিরে যৎস্মরণানুভাবতঃ
স্বায়ম্ভুবং ধাম গতা অকর্মকম্ ।
অথাঙ্ঘ্রয়ে প্রোন্নমিতায় বিষ্ণো-
রুপাহরৎ পদ্মভবোঽর্হণোদকম্ ।
সমর্চ্য ভক্ত্যাভ্যগৃণাচ্ছুচিশ্রবা
যন্নাভিপঙ্কেরুহসম্ভবঃ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥

বেদ—চতুর্বেদ (সাম, যজুঃ, ঋক্ এবং অথর্ব), ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত মূল জ্ঞান; **উপবেদাঃ**—আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ আদি গৌণ বৈদিক জ্ঞান; **নিয়মাঃ**—বিধি-নিষেধ; **যম**—সংযমের বিধি; **অন্বিতাঃ**—এই সমস্ত বিষয়ে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ; **তর্ক**—ন্যায় শাস্ত্র; **ইতিহাস**—ইতিহাস; **অঙ্গ**—বৈদিক শিক্ষা; **পুরাণ**—পুরাণ; **সংহিতাঃ**—

ব্রহ্মসংহিতা আদি বৈদিক সংহিতা; **যে**—অন্য; **চ**—ও; **অপরে**—ব্রহ্মা এবং তাঁর পার্ষদ ভিন্ন; **যোগ-সমীর-দীপিত**—যোগবায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত; **জ্ঞান-অগ্নিনা**—জ্ঞানাগ্নির দ্বারা; **রন্ধিত-কর্ম-কল্মষাঃ**—যাঁদের সকম কর্মের সমস্ত কল্মষ নিরস্ত হয়েছে; **ববন্দিরে**—বন্দনা করেছিলেন; **যৎ-স্মরণ-অনুভাবতঃ**—যাঁর ধ্যান করার ফলে; **স্বায়ম্ভুবম্**—ব্রহ্মার; **ধাম**—নিবাসস্থান; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অকর্মকম্**—যা সকাম কর্মের দ্বারা লাভ করা যায় না; **অথ**—তারপর; **অঙ্ঘ্রয়ে**—শ্রীপাদপদ্মে; **প্রোন্নমিতায়**—প্রণাম করেছিলেন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **উপাহরৎ**—পূজা করেছিলেন; **পদ্ম-ভবঃ**—ব্রহ্মা; **অর্হণ-উদকম্**—পাদ্যার্ঘ্য প্রদান করেছিলেন; **সমর্চ্য**—পূজা করে; **ভক্ত্যা**—ভক্তিপূর্বক; **অভ্যগৃণাৎ**—তাঁকে প্রসন্ন করেছিলেন; **শুচি-শ্রবাঃ**—পরম প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ; **যৎ-নাভি-পঙ্কেরুহ-সম্ভবঃ স্বয়ম্**—ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই ব্রহ্মা।

অনুবাদ

তখন যম, নিয়ম, ন্যায় শাস্ত্র, ইতিহাস, শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি গ্রন্থ, পুরাণ, সংহিতা, বেদ, আয়ুর্বেদাদি উপবেদে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ মহাত্মাগণ, এবং যাঁরা যোগবায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নির বলে কর্মফল দগ্ধ করেছেন, সেই সমস্ত পুরুষগণ, অন্যান্য সত্যলোকবাসীগণ যাঁরা শ্রীহরির সেই পাদপদ্মের স্মরণ করার ফলে কর্মফলের দ্বারা অলভ্য এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই শ্রীহরির পাদপদ্ম বন্দনা করতে লাগলেন। তারপর ব্রহ্মা ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত বিষ্ণুর পাদপদ্মের উদ্দেশ্যে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান করলেন এবং ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল সেই ব্রহ্মা ভক্তিভরে বিষ্ণুর অর্চনা করে স্তব করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪

ধাতুঃ কমণ্ডলুজলং তদুরুক্রমস্য
পাদাবনেজনপবিত্রতয়া নরেন্দ্র ।
স্বর্ধুন্যভূন্নভসি সা পততী নিমার্ষ্টি
লোকত্রয়ং ভগবতো বিশদেব কীর্তিঃ ॥ ৪ ॥

ধাতুঃ—ব্রহ্মার; **কমণ্ডলু-জলম্**—কমণ্ডলুর জল; **তৎ**—তা; **উরুক্রমস্য**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **পাদ-অবনেজন-পবিত্রতয়া**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল ধৌত করার ফলে পবিত্র; **নর-ইন্দ্র**—হে রাজন্; **স্বধুনী**—স্বর্গ নদী; **অভূৎ**—হয়েছিল; **নভসি**—আকাশে;

সা—সেই জল; **পততী**—প্রবাহিত হয়ে; **নিমার্ষ্টি**—পবিত্র করে; **লোক-ত্রয়ম্**—ত্রিলোক; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **বিশদা**—এতই পবিত্র; **ইব**—ঠিক যেমন; **কীর্তিঃ**—মহিমান্বিত কার্যকলাপ।

অনুবাদ

হে রাজন্, ব্রহ্মার কমণ্ডলুর জল উরুক্রম বামনদেবের পাদপদ্ম ধৌত করে অত্যন্ত পবিত্র হওয়ায় স্বর্ধুনীরূপে পরিণত হয়েছিল। সেই নদী আকাশে প্রবাহিত হয়ে ভগবানের বিমল কীর্তির মতো ত্রিলোক পবিত্র করছে।

তাৎপর্য

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, ব্রহ্মা যখন তাঁর কমণ্ডলুর জলের দ্বারা ভগবান বামনদেবের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করেছিলেন, তখন গঙ্গা প্রবাহিত হতে শুরু করে। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* পঞ্চম স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বামনদেবের বাম পা যখন ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ করেছিল, তখন কারণ-সমুদ্রের জল জগতে প্রবাহিত হতে থাকে এবং তা হচ্ছে গঙ্গা। অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারায়ণ স্বয়ং গঙ্গাজলরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অতএব গঙ্গার জল তিন প্রকার দিব্য জলের মিলন, এবং তাই গঙ্গা ত্রিলোক পবিত্র করতে পারে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই বিবরণ প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৫

ব্রহ্মাদয়ো লোকনাথাঃ স্বনাথায় সমাদৃতাঃ ।
সানুগা বলিমাজহ্রুঃ সংক্ষিপ্তাত্মবিভূতয়ে ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাদয়ঃ—ব্রহ্মা আদি মহাপুরুষগণ; **লোক-নাথাঃ**—লোকপালগণ; **স্ব-নাথায়**—তাঁদের পরম প্রভুকে; **সমাদৃতাঃ**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **স-অনুগাঃ**—তাঁদের অনুগামীগণ সহ; **বলিম্**—পূজার বিবিধ উপকরণ; **আজহ্রুঃ**—সংগ্রহ করেছিলেন; **সংক্ষিপ্ত-আত্ম-বিভূতয়ে**—যিনি তাঁর ঐশ্বর্য বিস্তার করেছিলেন কিন্তু এখন বামনরূপে ক্ষুদ্র আকৃতি ধারণ করেছেন সেই ভগবানকে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা এবং বিভিন্ন লোকের সমস্ত লোকপালগণ তাঁদের পরম প্রভু বামনদেবের পূজা করতে শুরু করেছিলেন, যিনি তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপকে ছোট করে তাঁর আদি রূপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তাঁর পূজার জন্য সমস্ত উপচার সংগ্রহ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বামনদেব প্রথমে নিজেকে তাঁর বিরাটরূপে বিস্তার করেছিলেন এবং তারপর পূর্বের মতো বামনরূপ ধারণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মতো আচরণ করেছিলেন, যিনি প্রথমে অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করার পর তাঁর আদি কৃষ্ণরূপ গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু তাঁর স্বরূপে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। ভক্তের ক্ষমতা অনুসারে ভগবান বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন যাতে তাঁর ভক্ত তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন। এটিই তাঁর অহৈতুকী কৃপা। ভগবান বামনদেব যখন তাঁর আদি রূপ গ্রহণ করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা এবং তাঁর পার্ষদেরা তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁর পূজার বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন।

শ্লোক ৬-৭

তোয়ৈঃ সমর্হণৈঃ স্রগ্‌ভির্দিব্যগন্ধানুলেপনৈঃ ।
ধূপৈর্দীপৈঃ সুরভিভির্লাজাক্ষতফলাঙ্কুরৈঃ ॥ ৬ ॥
স্তবনৈর্জয়শব্দৈশ্চ তদ্বীর্যমহিমাঙ্কিতৈঃ ।
নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ ॥ ৭ ॥

তোয়ৈঃ—শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করার এবং স্নান করার জলের দ্বারা; **সমর্হণৈঃ**—পাদ্য, অর্ঘ্য আদি ভগবানের পূজার উপকরণের দ্বারা; **স্রগ্‌ভিঃ**—ফুলমালার দ্বারা; **দিব্য-গন্ধ-অনুলেপনৈঃ**—ভগবান বামনদেবের শ্রীঅঙ্গে অনুলেপন করার জন্য অগুরু, চন্দন আদি দিব্য গন্ধদ্রব্যের দ্বারা; **ধূপৈঃ**—ধূপের দ্বারা; **দীপৈঃ**—দীপের দ্বারা; **সুরভিভিঃ**—অত্যন্ত সুগন্ধিত; **লাজ**—খই; **অক্ষত**—অক্ষত শস্যের দ্বারা; **ফল**—ফলের দ্বারা; **অঙ্কুরৈঃ**—অঙ্কুরের দ্বারা; **স্তবনৈঃ**—স্তবের দ্বারা; **জয়-শব্দৈঃ**—জয়ধ্বনির দ্বারা; **চ**—ও; **তৎ-বীর্য-মহিমা-অঙ্কিতৈঃ**—ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক; **নৃত্য-বাদিত্র-গীতৈঃ চ**—নৃত্য, বাদ্যধ্বনি এবং সঙ্গীতের দ্বারা; **শঙ্খ**—শঙ্খধ্বনির; **দুন্দুভি**—দুন্দুভির; **নিঃস্বনৈঃ**—ধ্বনির দ্বারা।

অনুবাদ

তাঁরা সুগন্ধি ফুল, জল, পাদ্য, অর্ঘ্য, অগুরু-চন্দন অনুলেপন, ধূপ, দীপ, খই, অক্ষত শস্য, ফল, অঙ্কুর, ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক স্তব, জয়ধ্বনি, নৃত্য, বাদ্য, গীত, শঙ্খ এবং দুন্দুভির ধ্বনি সহকারে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ৮

জাম্ববান্‌ঋক্ষরাজস্তু ভেরীশব্দৈর্মনোজবঃ ।
বিজয়ং দিক্ষু সর্বাসু মহোৎসবমঘোষয়ৎ ॥ ৮ ॥

জাম্ববান্—জাম্ববান; **ঋক্ষরাজঃ তু**—ভল্লুকরাজও; **ভেরী-শব্দৈঃ**—ভেরীর শব্দের দ্বারা; **মনঃ-জবঃ**—মনের আনন্দে; **বিজয়ম্**—বিজয়; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **সর্বাসু**—সর্বত্র; **মহা-উৎসবম্**—মহোৎসব; **অঘোষয়ৎ**—ঘোষণা করেছিলেন।

অনুবাদ

ঋক্ষরাজ জাম্ববানও তখন সেই উৎসবে সমাগত হয়ে ভেরীর শব্দে সর্বদিকে ভগবান বামনদেবের বিজয় ঘোষণা করেছিলেন।

শ্লোক ৯

মহীং সর্বাং হৃতাং দৃষ্ট্বা ত্রিপদব্যাজযাচ্ঞয়া ।
ঊচুঃ স্বভর্তুরসুরা দীক্ষিতস্যাত্যমর্ষিতাঃ ॥ ৯ ॥

মহীম্—ভূমি; **সর্বাম্**—সমস্ত; **হৃতাম্**—অপহৃত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ত্রিপদ-ব্যাজ-যাচ্ঞয়া**—ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করার দ্বারা; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **স্বভর্তুঃ**—তাদের প্রভুর; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **দীক্ষিতস্য**—সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দৃঢ়সঙ্কল্প বলি মহারাজের, **অতি**—অত্যন্ত; **অমর্ষিতাঃ**—যাঁদের জন্য এই কার্য অসহ্য ছিল।

অনুবাদ

বলি মহারাজের অনুগামী অসুরেরা যখন দেখল, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দৃঢ়সঙ্কল্প তাদের প্রভুর সর্বস্ব ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষার অছিলায় বামনদেব অপহরণ করেছেন, তখন তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগল।

শ্লোক ১০

ন বায়ং ব্রহ্মবন্ধুর্বিষ্ণুর্মায়াবিনাং বরঃ ।
দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছন্নো দেবকার্যং চিকীর্ষতি ॥ ১০ ॥

ন—না; **বা**—অথবা; **অয়ম্**—এই; **ব্রহ্ম-বন্ধুঃ**—ব্রাহ্মণরূপী বামনদেব; **বিষ্ণুঃ**—বিষ্ণু স্বয়ং; **মায়াবিনাম্**—সমস্ত ছলনাকারীদের মধ্যে; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **দ্বিজ-রূপ**—ব্রাহ্মণরূপ

ধারণ করে; **প্রতিচ্ছন্নঃ**—প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ ধারণকারী; **দেব-কার্যম্**—দেবতাদের স্বার্থে; **চিকীর্ষতি**—চেষ্টা করছে।

অনুবাদ

"এই বামন নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নয়, এ মায়াবীশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু। ব্রাহ্মণবেশে তার স্বরূপ গোপন করে সে দেবতাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে।

শ্লোক ১১

অনেন যাচমানেন শত্রুণা বটুরূপিণা ।
সর্বস্বং নো হৃতং ভর্তুর্ন্যস্তদণ্ডস্য বর্হিষি ॥ ১১ ॥

অনেন—এঁর দ্বারা; **যাচমানেন**—ভিক্ষুক; **শত্রুণা**—শত্রুর দ্বারা; **বটু-রূপিণা**—ব্রহ্মচারী বালকের বেশে; **সর্বস্বম্**—সর্বস্ব; **নঃ**—আমাদের; **হৃতম্**—অপহরণ করেছে; **ভর্তুঃ**—আমাদের প্রভুর; **ন্যস্ত**—পরিত্যাগ করেছেন; **দণ্ডস্য**—দণ্ডদান করার ক্ষমতা; **বর্হিষি**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ব্রত গ্রহণ করার ফলে।

অনুবাদ

"আমাদের প্রভু বলি মহারাজ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য তাঁর দণ্ডদানের ক্ষমতা পরিত্যাগ করেছেন। সেই সুযোগে আমাদের চিরশত্রু বিষ্ণু ব্রহ্মচারী ভিক্ষুকবেশে তাঁর সর্বস্ব হরণ করেছে।

শ্লোক ১২

সত্যব্রতস্য সততং দীক্ষিতস্য বিশেষতঃ ।
নানৃতং ভাষিতুং শক্যং ব্রহ্মণ্যস্য দয়াবতঃ ॥ ১২ ॥

সত্য-ব্রতস্য—সত্যব্রত বলি মহারাজের; **সততম্**—সর্বদা; **দীক্ষিতস্য**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দীক্ষিত; **বিশেষতঃ**—বিশেষভাবে; **ন**—না; **অনৃতম্**—অসত্য; **ভাষিতুম্**—বলার জন্য; **শক্যম্**—সমর্থ; **ব্রহ্মণ্যস্য**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি বা ব্রাহ্মণকে; **দয়া-বতঃ**—দয়াবান।

অনুবাদ

"আমাদের প্রভু বলি মহারাজ সর্বদাই সত্যব্রত, বিশেষ করে এখন, যেহেতু তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দীক্ষিত হয়েছেন। তিনি সর্বদাই ব্রাহ্মণদের হিতকারী এবং দয়াবান, তিনি কখনই মিথ্যা কথা বলতে পারেন না।

শ্লোক ১৩

তস্মাদস্য বধো ধর্মো ভর্তুঃ শুশ্রূষণং চ নঃ ।
ইত্যায়ুধানি জগৃহুর্বলেরনুচরাসুরাঃ ॥ ১৩ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **অস্য**—এই ব্রহ্মচারী বামনদেবের; **বধঃ**—বধ; **ধর্মঃ**—আমাদের কর্তব্য; **ভর্তুঃ**—আমাদের প্রভুর; **শুশ্রূষম্ চ**—এবং সেবা করার উপায়ও; **নঃ**—আমাদের; **ইতি**—এইভাবে; **আয়ুধানি**—সর্বপ্রকার অস্ত্র; **জগৃহুঃ**—গ্রহণ করেছিল; **বলেঃ**—বলি মহারাজের; **অনুচর**—অনুচরগণ; **অসুরাঃ**—সমস্ত অসুরেরা।

অনুবাদ

"তাই আমাদের কর্তব্য এই বামনরূপী বিষ্ণুকে বধ করা। এটিই আমাদের ধর্ম এবং আমাদের প্রভুর সেবা করার উপায়।" এইভাবে সঙ্কল্প করে বলি মহারাজের অনুচর অসুরেরা বামনদেবকে বধ করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণ করেছিল।

শ্লোক ১৪

তে সর্বে বামনং হন্তুং শূলপট্টিশপাণয়ঃ ।
অনিচ্ছন্তো বলে রাজন্ প্রাদ্রবঞ্জাতমন্যবঃ ॥ ১৪ ॥

তে—অসুরেরা; **সর্বে**—তারা সকলে; **বামনম্**—ভগবান বামনদেবকে; **হন্তুম্**—হত্যা করার জন্য; **শূল**—শূল; **পট্টিশ**—ভল্ল; **পাণয়ঃ**—হাতে নিয়ে; **অনিচ্ছন্তঃ**—ইচ্ছার বিরুদ্ধে; **বলেঃ**—বলি মহারাজের; **রাজন্**—হে রাজন্; **প্রাদ্রবন্**—এগিয়ে গিয়েছিল; **জাত-মন্যবঃ**—ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন্, স্বভাবত ক্রুদ্ধ অসুরেরা উত্তেজিত হয়ে তাদের শূল, ভল্ল আদি অস্ত্র হাতে নিয়ে বলি মহারাজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগবান বামনদেবকে বধ করার জন্য ধাবিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৫

তানভিদ্রবতো দৃষ্ট্বা দিতিজানীকপান্ নৃপ ।
প্রহস্যানুচরা বিষ্ণোঃ প্রত্যষেধন্নুদায়ুধাঃ ॥ ১৫ ॥

তান্—তাদের; **অভিদ্রবতঃ**—ধাবিত হতে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **দিতিজ-অনীক-পান্**—দৈত্যসৈন্যদের; **নৃপ**—হে রাজন্; **প্রহস্য**—হেসে; **অনুচরাঃ**—অনুচরগণ; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **প্রত্যষেধন্**—নিষেধ করেছিলেন; **উদায়ুধাঃ**—তাদের অস্ত্র উদ্যত করে।

অনুবাদ

হে রাজন্, হিংসা-পরায়ণ হয়ে দৈত্যসৈন্যদের আসতে দেখে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অনুচরেরা হেসেছিলেন। তাঁদের অস্ত্র উদ্যত করে তাঁরা দৈত্যদের নিষেধ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৬-১৭

নন্দঃ সুনন্দোঽথ জয়ো বিজয়ঃ প্রবলো বলঃ ।
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ বিষ্বক্সেনঃ পতত্রিরাট্ ॥ ১৬ ॥
জয়ন্তঃ শ্রুতদেবশ্চ পুষ্পদন্তোঽথ সাত্বতঃ ।
সর্বে নাগাযুতপ্রাণাশ্চমূং তে জঘ্নুরাসুরীম্ ॥ ১৭ ॥

নন্দঃ সুনন্দঃ—নন্দ, সুনন্দ প্রমুখ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদগণ; **অথ**—এইভাবে; **জয়ঃ বিজয়ঃ প্রবলঃ বলঃ কুমুদঃ কুমুদাক্ষঃ চ বিষ্বক্সেনঃ**—এবং জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ এবং বিষ্বক্সেন; **পতত্রি-রাট্**—পক্ষীরাজ গরুড়; **জয়ন্তঃ শ্রুত দেবঃ চ পুষ্পদন্তঃ অথ সাত্বতঃ**—জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পদন্ত এবং সাত্বত; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **নাগ-অযুত-প্রাণাঃ**—দশ সহস্র হস্তীর মতো বলবান; **চমূম্**—দৈত্যসৈন্য; **তে**—তাঁরা; **জঘ্নুঃ**—হত্যা করেছিলেন; **আসুরীম্**—আসুরিক।

অনুবাদ

অযুত হস্তীতুল্য বলশালী ভগবৎ-পার্ষদ নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্বক্সেন, পতত্রিরাট্ (গরুড়), জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পদন্ত এবং সাত্বত অসুর-সৈন্যদের বিনাশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

হন্যমানান্ স্বকান্ দৃষ্ট্বা পুরুষানুচরৈর্বলিঃ ।
বারয়ামাস সংরব্ধান্ কাব্যশাপমনুস্মরন্ ॥ ১৮ ॥

হন্যমানান্—নিহত হয়ে; **স্বকান্**—তাঁর সৈন্যদের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পুরুষ-অনুচরৈঃ**—ভগবৎ-পার্ষদদের দ্বারা; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **বারয়াম্ আস**—নিষেধ করেছিলেন; **সংরব্ধান্**—তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেও; **কাব্য-শাপম্**—শুক্রাচার্যের অভিশাপ; **অনুস্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

বলি মহারাজ যখন দেখলেন, তাঁর সৈন্যেরা বিষ্ণুর পার্ষদদের দ্বারা নিহত হচ্ছে, তখন তিনি শুক্রাচার্যের অভিশাপ স্মরণ করে তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

হে বিপ্রচিত্তে হে রাহো হে নেমে শ্রূয়তাং বচঃ ।
মা যুধ্যত নিবর্তধ্বং ন নঃ কালোঽয়মর্থকৃৎ ॥ ১৯ ॥

হে বিপ্রচিত্তে—হে বিপ্রচিত্তি; **হে রাহো**—হে রাহু; **হে নেমে**—হে নেমি; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ কর; **বচঃ**—আমার বাক্য; **মা**—কোর না; **যুধ্যত**—যুদ্ধ; **নিবর্তধ্বম্**—এই যুদ্ধ বন্ধ কর; **ন**—না; **নঃ**—আমাদের; **কালঃ**—অনুকূল সময়; **অয়ম্**—এই; **অর্থ-কৃৎ**—সাফল্যপ্রদ।

অনুবাদ

হে বিপ্রচিত্তি, হে রাহু, হে নেমি, তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। এক্ষুণি যুদ্ধ বন্ধ কর, কারণ বর্তমান কাল আমাদের অনুকূল নয়।

শ্লোক ২০

যঃ প্রভুঃ সর্বভূতানাং সুখদুঃখোপপত্তয়ে ।
তং নাতিবর্তিতুং দৈত্যাঃ পৌরুষৈরীশ্বরঃ পুমান্ ॥ ২০ ॥

যঃ প্রভুঃ—যে পরম পুরুষ; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **সুখ-দুঃখ-উপপত্তয়ে**—সুখ এবং দুঃখ প্রদান করার জন্য; **তম্**—তাঁকে; **ন**—না; **অতি-বর্তিতুম্**—লঙ্ঘন করার জন্য; **দৈত্যাঃ**—হে দৈত্যগণ; **পৌরুষৈঃ**—পুরুষকারের দ্বারা; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **পুমান্**—পুরুষ।

অনুবাদ

হে দৈত্যগণ, যিনি সমস্ত জীবের সুখ এবং দুঃখ প্রদানকারী সেই ভগবানকে কেউই পৌরুষের দ্বারা পরাস্ত করতে পারে না।

শ্লোক ২১

যো নো ভবায় প্রাগাসীদভবায় দিবৌকসাম্ ।
স এব ভগবানদ্য বর্ততে তদ্বিপর্যয়ম্ ॥ ২১ ॥

যঃ—ভগবানের প্রতিনিধি কাল; **নঃ**—আমাদের; **ভবায়**—শুভজনক; **প্রাক্**—পূর্বে; **আসীৎ**—ছিলেন; **অভবায়**—পরাজয়ের জন্য; **দিবৌকসাম্**—দেবতাদের; **সঃ**—সেই কাল; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবান্**—পরম পুরুষের প্রতিনিধি; **অদ্য**—আজ; **বর্ততে**—বিরাজ করেন; **তৎ-বিপর্যয়ম্**—আমাদের পক্ষের বিপরীত।

অনুবাদ

ভগবানের প্রতিনিধি কাল, যিনি পূর্বে আমাদের অনুকূল ছিলেন এবং দেবতাদের প্রতিকূল ছিলেন, সেই কাল এখন আমাদের বিপরীত হয়েছেন।

শ্লোক ২২

বলেন সচিবৈর্বুদ্ধ্যা দুর্গৈর্মন্ত্রৌষধাদিভিঃ ।
সামাদিভিরুপায়ৈশ্চ কালং নাত্যেতি বৈ জনঃ ॥ ২২ ॥

বলেন—বলের দ্বারা; **সচিবৈঃ**—মন্ত্রীদের পরামর্শের দ্বারা; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **দুর্গৈঃ**—দুর্গের দ্বারা; **মন্ত্র-ঔষধ-আদিভিঃ**—মন্ত্র এবং ঔষধির দ্বারা; **সাম-আদিভিঃ**—সাম, দান আদি কূটনৈতিক উপায়ের দ্বারা; **উপায়ৈঃ চ**—এই প্রকার অন্য উপায়ের দ্বারা; **কালম্**—ভগবানের প্রতিনিধি কাল; **ন**—কখনই না; **অত্যেতি**—অতিক্রম করতে পারে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **জনঃ**—কোন ব্যক্তি।

অনুবাদ

কোন জীবই বল, মন্ত্রীদের পরামর্শ, বুদ্ধি, রাজনীতি, দুর্গ, মন্ত্র, ঔষধি অথবা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা ভগবানের প্রতিনিধি কালকে অতিক্রম করতে পারে না।

শ্লোক ২৩

ভবদ্ভির্নির্জিতা হ্যেতে বহুশোঽনুচরা হরেঃ ।
দৈবেনর্দ্ধৈস্ত এবাদ্য যুধি জিত্বা নদন্তি নঃ ॥ ২৩ ॥

ভবদ্ভিঃ—তোমাদের দ্বারা; **নির্জিতাঃ**—পরাজিত হয়েছে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতে**—এই সমস্ত দেবসৈন্যেরা; **বহুশঃ**—বহুসংখ্যক; **অনুচরাঃ**—অনুচরগণ; **হরেঃ**—ভগবান বিষ্ণু; **দৈবেন**—দৈববশত; **ঋদ্ধৈঃ**—বর্ধিত ঐশ্বর্য; **তে**—তাঁরা (দেবতারা); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অদ্য**—আজ; **যুধি**—যুদ্ধে; **জিত্বা**—পরাজিত করে; **নদন্তি**—আনন্দে গর্জন করছে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

পূর্বে দৈববলে বলীয়ান হয়ে তোমরা বহুবার বিষ্ণুর এই সমস্ত অনুচরদের যুদ্ধে পরাজিত করেছ, আজ তারাই যুদ্ধে আমাদের পরাজিত করে সিংহনাদ করছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় জয় অথবা পরাজয়ের পাঁচটি কারণের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই পাঁচটি কারণের মধ্যে দৈব হচ্ছে সব চাইতে বলবান (*ন চ দৈবাৎ পরং বলম্*)। বলি মহারাজ জানতেন যে, পূর্বে দৈব তাঁর অনুকূল ছিল বলে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। এখন, দৈব তাঁর অনুকূল না হওয়ায় জয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে তাঁর অনুচরদের যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

এতান্ বয়ং বিজেষ্যামো যদি দৈবং প্রসীদতি ।
তস্মাৎ কালংপ্রতীক্ষধ্বং যো নোঽর্থত্বায় কল্পতে ॥ ২৪ ॥

এতান্—এই সমস্ত দেবসৈন্যেরা; **বয়ম্**—আমরা; **বিজেষ্যামঃ**—তাদের পরাজিত করব; **যদি**—যদি; **দৈবম্**—দৈব; **প্রসীদতি**—অনুকূল হয়; **তস্মাৎ**—অতএব; **কালম্**—সেই অনুকূল কাল; **প্রতীক্ষধ্বম্**—প্রতীক্ষা করব; **যঃ**—যা; **নঃ**—আমাদের; **অর্থত্বায় কল্পতে**—আমাদের অনুকূল বলে মনে করব।

অনুবাদ

দৈব যদি আমাদের অনুকূল হয়, তা হলে আমরা আবার তাদের পরাজিত করতে পারব। অতএব সেই অনুকূল কালের জন্য প্রতীক্ষা করা কর্তব্য।

শ্লোক ২৫

শ্রীশুক উবাচ

পত্যুর্নিগদিতং শ্রুত্বা দৈত্যদানবযূথপাঃ ।
রসাং নির্বিবিশূ রাজন্ বিষ্ণুপার্ষদতাড়িতাঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **পত্যুঃ**—তাদের প্রভু বলি মহারাজের; **নিগদিতম্**—এইভাবে যা বর্ণনা করা হয়েছে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **দৈত্য-দানব-যূথপাঃ**—দৈত্য এবং দানব যূথপতিগণ; **রসাম্**—রসাতলে; **নির্বিবিশুঃ**—প্রবেশ করেছিল; **রাজন্**—হে রাজন্; **বিষ্ণু-পার্ষদ**—বিষ্ণুর পার্ষদদের দ্বারা; **তাড়িতাঃ**—বিতাড়িত হয়ে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, বিষ্ণুর অনুচরদের দ্বারা বিতাড়িত দৈত্য-দানবযূথপতিরা তাদের প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ করে রসাতলে প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ২৬

অথ তার্ক্ষ্যসুতো জ্ঞাত্বা বিরাট্ প্রভুচিকীর্ষিতম্ ।
ববন্ধ বারুণৈঃ পাশৈর্বলিং সূত্যেঽহনি ক্রতৌ ॥ ২৬ ॥

অথ—তারপর; **তার্ক্ষ্য-সুতঃ**—গরুড়; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **বিরাট্**—পক্ষীরাজ; **প্রভু-চিকীর্ষিতম্**—বামনদেবরূপী ভগবান বিষ্ণুর অভিলাষ; **ববন্ধ**—বন্ধন করেছিলেন; **বারুণৈঃ**—বরুণের; **পাশৈঃ**—পাশের দ্বারা; **বলিম্**—বলিকে; **সূত্যে**—যখন সোমরস পান করা হয়; **অহনি**—সেই দিন; **ক্রতৌ**—যজ্ঞের সময়।

অনুবাদ

তারপর যজ্ঞান্তে সোমরস পানের দিন পক্ষীরাজ গরুড় তাঁর প্রভুর অভিলাষ বুঝতে পেরে, বরুণ পাশের দ্বারা বলি মহারাজকে বন্ধন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের নিত্য সহচর গরুড় ভগবানের গূঢ় অভিলাষ বুঝতে পারেন। বলি মহারাজের সহিষ্ণুতা এবং ভক্তি নিঃসন্দেহে অতুলনীয় ছিল। সারা জগতে বলি মহারাজের সহিষ্ণুতার মাহাত্ম্য ঘোষণা করার জন্য গরুড় তাঁকে বন্ধন করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

হাহাকারো মহানাসীদ্ রোদস্যোঃ সর্বতোদিশম্ ।
নিগৃহ্যমাণেঽসুরপতৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ২৭ ॥

হাহা-কারঃ—বিলাপের ধ্বনি; **মহান্**—অত্যন্ত; **আসীৎ**—হয়েছিল; **রোদস্যোঃ**—ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন উভয় লোকে; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **দিশম্**—সর্বদিকে; **নিগৃহ্যমাণে**—বন্দী করা হলে; **অসুর-পতৌ**—অসুরপতি বলি মহারাজ যখন; **বিষ্ণুনা**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা; **প্রভবিষ্ণুনা**—যিনি সর্বত্র অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

সর্বোত্তম প্রভাবশালী ভগবান বিষ্ণু যখন এইভাবে বলি মহারাজকে বন্ধন করলেন, তখন ঊর্ধ্ব এবং অধঃলোকের সমস্ত দিকে এক মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

তং বদ্ধং বারুণৈঃ পাশৈর্ভগবানাহ বামনঃ ।
নষ্টশ্রিয়ং স্থিরপ্রজ্ঞমুদারযশসং নৃপ ॥ ২৮ ॥

তম্—তাঁকে; **বদ্ধম্**—যাঁকে এইভাবে বন্দী করা হয়েছিল; **বারুণৈঃ পাশৈঃ**—বরুণপাশের দ্বারা; **ভগবান্**—ভগবান; **আহ**—বলেছিলেন; **বামনঃ**—বামনদেব; **নষ্ট-শ্রিয়ম্**—দেহের দীপ্তিহীন বলি মহারাজকে; **স্থির-প্রজ্ঞম্**—কিন্তু যিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচলিত ছিলেন; **উদার-যশসম্**—অত্যন্ত উদার এবং যশস্বী; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, ভগবান বামনদেব তখন বরুণপাশে আবদ্ধ নষ্টশ্রী অথচ স্থিরবুদ্ধি, উদার এবং যশস্বী বলি মহারাজকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন তার সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে ভ্রষ্ট হয়, তখন তার দেহের কান্তিও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কিন্তু বলি মহারাজ তাঁর সব কিছু হারালেও ভগবান বামনদেবের সন্তুষ্টি বিধানে তাঁর সঙ্কল্প অবিচলিত ছিল। *ভগবদ্গীতায়* এই প্রকার ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ

বলা হয়েছে। মায়া নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা এবং বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করলেও শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবানের সেবা থেকে বিচ্যুত হন না। সাধারণত যারা ধনবান এবং ঐশ্বর্যশালী তারাই বিখ্যাত হয়, কিন্তু বলি মহারাজ তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হলেও চিরস্থায়ী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এটিই ভক্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা। ভগবান বলেছেন, *যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ*। ভগবান তাঁর বিশেষ কৃপার প্রথম প্রকাশরূপে তাঁর ভক্তের সমস্ত সম্পদ হরণ করে নেন। ভক্ত কিন্তু এই প্রকার ক্ষতিতে কখনও বিচলিত হন না। তিনি তাঁর সেবা করে যান এবং ভগবান তাঁকে আশাতীতভাবে পুরস্কৃত করেন।

শ্লোক ২৯

পদানি ত্রীণি দত্তানি ভূমের্মহ্যং ত্বয়াসুর ।
দ্বাভ্যাং ক্রান্তা মহী সর্বা তৃতীয়মুপকল্পয় ॥ ২৯ ॥

পদানি—পদ; **ত্রীণি**—তিন; **দত্তানি**—দান করেছ; **ভূমেঃ**—ভূমি; **মহ্যম্**—আমাকে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অসুর**—হে অসুররাজ; **দ্বাভ্যাম্**—দুই পদক্ষেপের দ্বারা; **ক্রান্তা**—অধিকৃত হয়েছে; **মহী**—সমস্ত ভূমি; **সর্বা**—পূর্ণরূপে; **তৃতীয়ম্**—তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য; **উপকল্পয়**—উপায় নির্ধারণ কর।

অনুবাদ

হে দৈত্যরাজ, তুমি আমাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, কিন্তু আমি দুই পদেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করেছি। এখন আমার তৃতীয় পদ কোথায় স্থাপন করব তা তুমি স্থির কর।

শ্লোক ৩০

যাবৎ তপত্যসৌ গোভির্যাবদিন্দুঃ সহোড়ুভিঃ ।
যাবদ্ বর্ষতি পর্জন্যস্তাবতী ভূরিয়ং তব ॥ ৩০ ॥

যাবৎ—যতখানি; **তপতি**—তাপিত করে; **অসৌ**—সূর্য; **গোভিঃ**—সূর্যকিরণের দ্বারা; **যাবৎ**—যতক্ষণ বা যতদূর; **ইন্দুঃ**—চন্দ্র; **সহ-উড়ুভিঃ**—অন্য জ্যোতিষ্ক এবং তারকারাজির দ্বারা; **যাবৎ**—যতদূর; **বর্ষতি**—বর্ষণ করে; **পর্জন্যঃ**—মেঘ; **তাবতী**—ততদূর; **ভূঃ**—ভূমি; **ইয়ম্**—এই; **তব**—তোমার অধিকার।

অনুবাদ

নক্ষত্রগণ সহ সূর্য ও চন্দ্র যতদূর কিরণ বিতরণ করে এবং যতদূর মেঘ বারি বর্ষণ করে, ব্রহ্মাণ্ডের সেই সমস্ত ভূমি তোমার অধিকারে রয়েছে।

শ্লোক ৩১

পদৈকেন ময়াক্রান্তো ভূর্লোকঃ খং দিশস্তনোঃ ।
স্বর্লোকস্তে দ্বিতীয়েন পশ্যতস্তে স্বমাত্মনা ॥ ৩১ ॥

পদা-একেন—কেবল এক পদের দ্বারা; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আক্রান্তঃ**—আবৃত হয়েছে; **ভূর্লোকঃ**—সমগ্র ভূর্লোক; **খম্**—আকাশ; **দিশঃ**—এবং সমস্ত দিক; **তনোঃ**—আমার শরীরের দ্বারা; **স্বর্লোকঃ**—স্বর্গলোক; **তে**—তোমার অধিকারে; **দ্বিতীয়েন**—দ্বিতীয় পদের দ্বারা; **পশ্যতঃ তে**—তুমি যখন দেখছিলে; **স্বম্**—তোমার নিজের; **আত্মনা**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

তোমার অধিকৃত ভূমির মধ্যে আমি এক পদবিন্যাসের দ্বারা ভূর্লোক অধিকার করেছি এবং আমার শরীরের দ্বারা সমগ্র আকাশ ও সমস্ত দিক অধিকার করেছি, এবং তোমার উপস্থিতিতে আমার দ্বিতীয় পদবিন্যাসের দ্বারা আমি স্বর্গলোক অধিকার করেছি।

তাৎপর্য

বৈদিক বর্ণনা অনুসারে সমস্ত গ্রহগুলি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করে। সূর্য, চন্দ্র এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি আদি অন্য আরও পাঁচটি গ্রহ ক্রমশ ঊর্ধ্বভাগে অবস্থিত। বামনদেব কিন্তু তাঁর শরীর বিস্তার করে এবং পদবিন্যাসের দ্বারা সমস্ত লোক অধিকার করে নিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

প্রতিশ্রুতমদাতুস্তে নিরয়ে বাস ইষ্যতে ।
বিশ ত্বং নিরয়ং তস্মাদ্ গুরুণা চানুমোদিতঃ ॥ ৩২ ॥

প্রতিশ্রুতম্—প্রতিশ্রুতি দিয়ে; **অদাতুঃ**—দিতে না পারায়; **তে**—তোমার; **নিরয়ে**—নরকে; **বাসঃ**—বাসস্থান; **ইষ্যতে**—শাস্ত্রসম্মত; **বিশ**—এখন প্রবেশ কর; **ত্বম্**—তুমি;

নিরয়ম্—পাতালে; **তস্মাৎ**—অতএব; **গুরুণা**—তোমার গুরুদেবের দ্বারা; **চ**—ও; **অনুমোদিতঃ**—অনুমোদিত।

অনুবাদ

তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে দান না করতে পারায়, তোমার পাতালে বাসই শাস্ত্রসম্মত। অতএব, তোমার গুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশ অনুসারে তুমি পাতালে গিয়ে বাস কর।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে—

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

"ভগবান নারায়ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত ভক্তেরা কখনও জীবনের কোন অবস্থা থেকেই ভীত হন না। তাঁদের কাছে স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক সমান, কারণ এই প্রকার ভক্তেরা কেবল ভগবানের সেবাতেই আগ্রহশীল।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮) নারায়ণের সেবায় যুক্ত ভক্ত সর্বদাই সমদর্শী। ভক্ত চিন্ময় স্তরে বিরাজ করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তিনি নরকে গেছেন অথবা স্বর্গে গেছেন, কিন্তু তিনি তাদের কোনটিতেই বাস করেন না; পক্ষান্তরে তিনি সর্বদা বৈকুণ্ঠলোকে বাস করেন (*সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। বামনদেব বলি মহারাজকে পাতালে যেতে বলেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে যে তিনি সারা জগৎকে দেখাতে চেয়েছিলেন বলি মহারাজ কত সহিষ্ণু ছিলেন, এবং তিনি কোন অবস্থাতেই ভগবানের আদেশ পালন করতে ইতস্তত করেননি। ভক্ত কখনও একা থাকেন না। প্রকৃতপক্ষে সকলেই ভগবানের সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু ভক্ত যেহেতু ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই তিনি কখনও জাগতিক পরিস্থিতিতে থাকেন না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—*কীটজন্ম হও যথা তুয়া দাস*। তিনি প্রার্থনা করেছেন, ভক্তসঙ্গে যেন একটি নগণ্য কীটরূপেও তাঁর জন্ম হয়। ভক্তেরা যেহেতু ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই যাঁরা তাঁদের সঙ্গে থাকেন, তাঁরাও বৈকুণ্ঠে বাস করেন।

শ্লোক ৩৩

বৃথা মনোরথস্তস্য দূরঃ স্বর্গঃ পতত্যধঃ ।
প্রতিশ্রুতস্যাদানেন যোঽর্থিনং বিপ্রলম্ভতে ॥ ৩৩ ॥

বৃথা—কোন সুফল রহিত; **মনোরথঃ**—মনোভিলাষ; **তস্য**—তার; **দূরঃ**—দূরে; **স্বর্গঃ**—স্বর্গলোকে উন্নতি; **পততি**—পতিত হয়; **অধঃ**—নারকীয় পরিস্থিতিতে; **প্রতিশ্রুতস্য**—প্রতিশ্রুত বস্তু; **অদানেন**—দান করতে অসমর্থ হয়ে; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **অর্থিনম্**—প্রার্থী; **বিপ্রলম্ভতে**—প্রতারণা করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত বস্তু প্রদান না করে যাচককে বঞ্চিত করে, তার স্বর্গে উন্নীত হওয়া অথবা মনোবাসনা পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা, সে নরকে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ৩৪

বিপ্রলব্ধো দদামীতি ত্বয়াহং চাঢ্যমানিনা ।
তদ্ ব্যলীকফলং ভুঙ্ক্ষ্ব নিরয়ং কতিচিৎ সমাঃ ॥ ৩৪ ॥

বিপ্রলব্ধঃ—এখন আমি প্রতারিত হয়েছি; **দদামি**—আমি দান করার প্রতিজ্ঞা করেছি; **ইতি**—এইভাবে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **চ**—ও; **আঢ্য-মানিনা**—তোমার ধনগর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে; **তৎ**—অতএব; **ব্যলীক-ফলম্**—প্রতারণা করার ফলে; **ভুঙ্ক্ষ্ব**—ভোগ কর; **নিরয়ম্**—নরক; **কতিচিৎ**—কয়েক; **সমাঃ**—বছর।

অনুবাদ

তুমি তোমার ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত হয়ে আমাকে ভূমি দান করার প্রতিজ্ঞা করেছিলে, কিন্তু তোমার সেই প্রতিজ্ঞা তুমি পূর্ণ করতে পারনি। তাই এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ মিথ্যা বাক্যের ফলে তুমি কয়েক বছর নরক ভোগ কর।

তাৎপর্য

"আমি অত্যন্ত ধনী, এবং আমার এত বিশাল সম্পদ রয়েছে"—এইভাবে গর্ববোধ করা জাগতিক জীবনের একটি দিক। সব কিছুই ভগবানের এবং কোন কিছুই কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এটিই বাস্তব সত্য। *ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ*। বলি মহারাজ নিঃসন্দেহে অতি উত্তম ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্বে তিনি প্রতিষ্ঠার ভ্রান্ত মনোভাব পোষণ করেছিলেন। ভগবানের ইচ্ছায়

তাঁকে পাতালে যেতে হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু তিনি সেখানে ভগবানের আদেশে গিয়েছিলেন, তাই তিনি সেখানে স্বর্গের থেকেও অধিক ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন। ভক্ত ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকার ফলে সর্বদাই ভগবানের সঙ্গে বাস করেন, এবং তাই তিনি স্বর্গেই থাকুন, অথবা নরকেই থাকুন, তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্তরে বিরাজ করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'ভগবান কর্তৃক বলি মহারাজের বন্ধন' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।